ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৪০

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর, ২০১৯

ছামনুর ধন্যরাম কারবারি পাড়ায় জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী
রাজ্যের মানুষকে এখন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতে হয় না

কাজ ও খাদ্যের অভাব সম্পর্কিত কোন অভিযোগ নিয়ে আজ জনতার দরবারে কেউ আসেননি। বেশীর ভাগ মানুষই এসেছেন এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার কথা জানাতে। আজ ধলাই জেলার ছামনুর ধন্যরাম কারবারি পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'জনতার দরবারে' একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। জনতার দরবারে এদিন জনগণের বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনেছেন তিনি। দিয়েছেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ। প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও নির্দেশ দিয়েছেন জনগণের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধান করার জন্য। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান, যে সকল অভাব ও সমস্যার কথা তিনি জনগণের কাছ থেকে জেনেছেন তার বেশীর ভাগই সমষ্টিগত। কেউ বলেছেন পানীয়জলের সমস্যা তো কেউ বা জানিয়েছেন রাস্তাঘাট মেরামতির কথা। অনেকে আবার বাজারশেড, কালভার্ট, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তাঁর সাথে কথা বলেছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও কয়েকজন এসেছেন। তাঁদের অনেকেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাবার আর্জি জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও কয়েকজন সহযোগিতা চেয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। স্বাবলম্বী হতে সহায়তা চেয়েও কয়েকজন এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সকলের কথাই শুনেছেন। সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করেছেন। সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কাজ ও খাদ্যের অভাব সম্পর্কিত বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধলাই জেলাতেই রেগাতে চলতি বছরের এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। কাজ ও খাদ্যের অভাব সম্পর্কিত প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও সরকারের বদনাম করার উদ্দেশ্যে এক অপপ্রয়াসমাত্র। তিনি বলেন, একটা সময় এ রাজ্যের মানুষকে শুধু কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতে হত। এখানকার বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিচ্ছে। তারজন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে না। দিতে হচ্ছে না ধর্ণাও। রেগায় বরাদ্দও তিন কোটি শ্রমদিবস থেকে বাড়িয়ে চার কোটি শ্রমদিবস করা হয়েছে। এফ সি আই'র মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে বিনিয়োগ করতে হবে না। এফ সি আই নিজস্ব পুঁজি দিয়ে কৃষকদের থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করবে বলে সহমত পোষন করেছেন কেন্দ্রীয় জনসংবরণ, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান। মুখ্যমন্ত্রী জানান প্রতি কেজি ধানের সহায়ক মূল্য ১৮ টাকা ১৫ পয়সা হয়েছে। আগে ছিল ১৭ টাকা ৩০ পয়সা। এছাড়া তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদা যোজনায় রাজ্যে ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে মিলিং ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

*******২য় পাতায়

প্রথমবারের মত ছামনুতে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজেদের অভাব ও সমস্যার কথা জানাতে পেরে খুশি ব্যক্ত করেন উপস্থিত জনগণ। এদিন লালছড়া ভিলেজ কমিটির কৃষ্ণকান্ত পাড়া থেকে দিব্যাঙ্গজন শচীন্দ্র দেববর্মা চলন সামগ্রী পাবার আবেদন নিয়ে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পেরে আনন্দিত শচীন্দ্র দেববর্মা। উত্তর লংতরাই এ ডি সি ভিলেজের কৃষ্ণ রায় রোয়াজা পাড়া থেকে এসেছেন রূপুমোহন ত্রিপুরা। বয়স ৭২ বছর। এলাকায় পানীয়জল এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে আপ্লুত তিনি। এসেছেন ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন লালছড়া ভিলেজ কমিটির কৈলাস চাকমা। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সহায়তা চেয়েছেন তিনি। আশ্বাস পেয়ে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। ছামনুর নীলারাণী বণিক এসেছেন নিজের ছেলে সুখসাধন বণিকের হার্টের চিকিৎসার জন্য সহায়তা চাইতে। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে সহায়তার আশ্বাস পেয়েছেন তিনি। ছেলের জটিল রোগের চিকিৎসা করানোর আশ্বাস পেয়ে আপ্লুত তিনি। মোট ১৫৪ জন এদিন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে। তাদের বেশিরভাগই জনজাতি অংশের মানুষ। এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছ থেকে দেখার জন্য, তাঁর কথা সরাসরি শোনার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয় ধন্যরাম কারবারি পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। জনগণের কথা শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী মাঠে উপস্থিত জনগণের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। জনতার দরবারে খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক আশিষ দাস উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কুমার অলক, পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, সচিব সৌম্যা গুপ্তা, মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি দিলীপ রায়, ও এস ডি সঞ্জয় মিশ্র, অতিরিক্ত সচিব মিলিন্দ রামটেকে, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি, ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ব্রহ্মীত কাউর, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা, আমবাসা, কমলপুর ও লংতরাইভ্যালী মহকুমার মহকুমা শাসক, ধলাই জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

******